ইসলামী ফুল-বাগিচা

লেভেল ঃ ওয়ান

সংকলন ঃ মনসূর আহমাদ মাদানী
অনুবাদ ঃ আব্দুল হামীদ মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم

শিক্ষকের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের মনে সঠিক আকীদার বীজ বপন করা এবং তাদেরকে এমন জিনিসে অভ্যাসী বানানো, যাতে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারিতা নিহিত আছে।

২। শিক্ষক ছাত্রের আদর্শ হন। এই জন্য তাঁর প্রত্যেক কর্মে নববী সুন্নাহর বহিঃপ্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। শিক্ষক হবেন গম্ভীর এবং বেশভূষায় সুন্দর।

৪। দ্বীনের আলেম নবীগণের ওয়ারেস হন। সুতরাং নিজের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার কথা খেয়ালে রাখা আবশ্যক।

৫। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের সাথে স্নেহ ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার প্রয়োগ করা।

৬। শিক্ষক ছাত্রদের সাথে চিত্তাকর্ষী ভঙ্গিমায় প্রশ্নোত্তর করবেন।

৭। শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হবেন, যাতে ছাত্রদের কুরআন-তিলাঅত আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পদ্ধতি মুতাবেক হয়।

৮। ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাস উজ্জ্বল করতে হবে, যাতে তারা কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করতে, অতঃপর আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। তারা যেন অবসর-সময়কে এমন কাজে লাগায়, যা দ্বীন-দুনিয়ার কোন উপকারে লাগে।

৯। নিজের দায়িত্ব পালন করতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও সততা প্রকাশ করবেন।

১০। কচিকাঁচা শিশুদেরকে এই উম্মতের বিশাল মূলধন মনে ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

১১। কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহির ভয় না ক'রে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভব হৃদয়ে রাখতে হবে।

ছাত্রদের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। ছাত্ররা সদা-সর্বদা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় যত্নবান থাকবে।

২। বই-পুস্তকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তার উপরে অন্য কিছু রাখবে না।

৩। পানাহার ও দেওয়া-নেওয়ার সময় সর্বদা ডান হাত ব্যবহার করবে।

৪। তোমার সময় বড় অমূল্য ধন। সুতরাং শিক্ষা-অর্জনে সময়ানুবর্তী হও।

৫। ইসলামী আকার-আকৃতিকে নিজের প্রতীক বানাও। আর ফরয নামায যথাসময়ে জামাআত-সহকারে আদায় কর।

৬। শিক্ষকদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রাখবে এবং তাঁদের আনুগত্য করবে।

৭। শিক্ষক যে পাঠ পড়াবেন, সেটা ভালভাবে রপ্ত ও মুখস্থ ক'রে আসবে।

৮। মেহনত ও কষ্ট, আগ্রহ ও মনোনিবেশ এবং চেষ্টা ও প্রয়াসকে নিজের হাতিয়ার বানিয়ে নাও। আর মনে রাখো যে, বিনা কষ্টে কেউই স্বনামধন্য হতে পারে না। পাথরকে শতবার কাটা-ঘষার পরেই তা মণি তৈরি হয়।

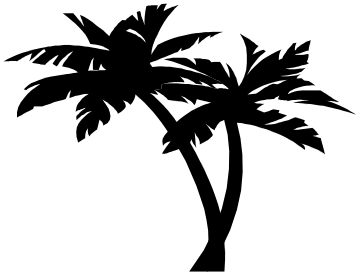

ফুলদানি--- ১
কুরআন কারীম

سورة الزلزلة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتْ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه (٨)

سورة البينة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ الْبَيِّنَةُ (١) رَسُولٌ مِنْ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (٢) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

سورة التين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ (٣) لَقَدْ
خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلاَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ
بِالدِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)

سورة الشرح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنقَضَ
ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (٥) إِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْراً (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

سورة الضحى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣)
وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ الأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) أَلَمْ
يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى
(٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ
رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨)

سورة القدر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ
مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
(٤) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

سورة العلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) كَلاَّ إِنَّ
الإِنسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٨)
أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْداً إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى
(١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ
اللهَ يَرَى (١٤) كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ
خَاطِئَةٍ (١٦) فَلْيَدْعُ نَادِيَه (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلاَّ لا تُطِعْهُ
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)

سورة الليل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَى (١٣) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى (١٤) لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩) إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢١)

ফুলদানি---২

হাদীস শরীফ

১। ইহসান ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّهُ يَرَاكَ).

অর্থাৎ, (ইহসান হল এই যে,) তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে; যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। (বুখারী ৫০, মুসলিম ১০২নং)

২। অগ্রহণযোগ্য কর্ম ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা অগ্রহণযোগ্য। (মুসলিম ৪৫৯০নং)

৩। পূর্ণ মুসলিম ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(الْمُسْلِمُ منْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ).

অর্থাৎ, (পূর্ণ) মুসলিম সেই, যার জিভ ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। (বুখারী ৯, মুসলিম ১৭১নং)

৪। নির্লজ্জতার নিন্দাবাদ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ).

অর্থাৎ, যদি তুমি লজ্জা-শরম না কর, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর। (বুখারী ৬১২০নং)

৫। প্রতিবেশির অধিকার ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সম্মান করে। *(বুখারী ৬০১৯, মুসলিম ১৮২নং)*

৬। সফলতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ).

অর্থাৎ, "সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন। *(মুসলিম ২৪৭৩নং)*

৭। গালাগালি, মারামারি ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتالُهُ كُفْرٌ).

অর্থাৎ, মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করা কুফরী। *(বুখারী ও মুসলিম)*

৮। সচ্চরিত্রতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقاً).

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।" (বুখারী ৩৫৫৯, মুসলিম ৬১৭৭নং)

৯। কোমলতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّه).

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাআলা কোমল; তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোমলতা ও নম্রতাকে ভালবাসেন।" (বুখারী ৬৯২৭, মুসলিম ৬৭৬৬নং)

১০। হাসি মুখে সাক্ষাৎ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ).

অর্থাৎ, তুমি কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার। (মুসলিম ৬৮৫৭নং)

ফুলদানি---৩

আক্বীদা ও বিশ্বাস

(তাওহীদ)

১নং প্রশ্ন ঃ 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ', 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ' ও 'তাওহীদুল আসমা অস্‌স্বিফাত'-এর মানে কী?

উত্তর ঃ 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ' মানে এই বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহ একক সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, জীবন ও মরণদাতা ইত্যাদি।

'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ' মানে এই বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহ সকল প্রকার ইবাদতের একমাত্র অধিকারী।

'তাওহীদুল আসমা অস্‌স্বিফাত' মানে এই বিশ্বাস যে, সমস্ত সুন্দর নাম ও গুণাবলীতে মহান আল্লাহ একক ও অনুপম।

২নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহকে কী দেখা যেতে পারে?

উত্তর ঃ পার্থিব জীবনে মহান আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। পরকালে জান্নাতে গিয়ে জান্নাতীরা তাঁকে দেখতে পাবেন।

৩নং প্রশ্ন ঃ কাফেররাও কি মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে?

উত্তর ঃ না। কাফেররা কখনই মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে না।

৪নং প্রশ্ন ঃ নবীগণ দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখেছেন কি?

উত্তর ঃ না। তবে মহানবী ﷺ তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন।

৫নং প্রশ্ন ঃ 'গায়বী খবর' কাকে বলে?

উত্তর ঃ চোখের অদেখা ও অদৃশ্যের খবরকে 'গায়বী খবর' বলে।

(প্রকাশ থাকে যে, কোন যন্ত্রের মাধ্যমে জানা খবর 'গায়বী খবর' নয়।)

৬নং প্রশ্ন ঃ 'গায়বী খবর' কে জানেন?

উত্তর ঃ কেবল মহান আল্লাহ গায়বের খবর জানেন।

৭নং প্রশ্ন ঃ নবীগণ কি 'গায়বী খবর' জানতেন?

উত্তর ঃ না। নবীগণ গায়বের খবর জানতেন না। ফিরিশ্‌তাগণও 'গায়বী খবর' জানেন না।

৮নং প্রশ্ন ঃ 'গায়বের চাবি' কী কী, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না?

উত্তর ঃ গায়বের চাবি ৫টি ঃ (১) কিয়ামত কখন ঘটবে? (২) বৃষ্টি কখন-কোথায় হবে? (৩) মাতৃগর্ভে কী আছে? (৪) মানুষ আগামীতে কী করবে? (৫) তার মরণ কোথায় হবে?

৯নং প্রশ্ন ঃ সন্তান কে দান করে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহই সন্তান দান করেন। 'তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা ক'রে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। (শূরা ঃ ৪৯-৫০)

১০নং প্রশ্ন ঃ নবীগণ কার কাছে সন্তান চাইতেন?

উত্তর ঃ নবীগণ আল্লাহর কাছেই সন্তান চাইতেন।

১১নং প্রশ্ন ঃ কোন নবীকে মহান আল্লাহ বৃদ্ধ অবস্থায় সন্তান দান করেছেন?

উত্তর ঃ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামকে মহান আল্লাহ বৃদ্ধ অবস্থায় সন্তান দান করেছেন?

১২নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কাকে স্বামী ছাড়া সন্তান দিয়েছেন?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ হযরত মারয়্যাম আলাইহাস সালামকে স্বামী ছাড়া সন্তান দিয়েছেন।

১৩নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ বিনা পিতা-মাতায় কাকে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর ঃ মানুষের আদি পিতামাতা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম)কে মহান আল্লাহ বিনা পিতা-মাতায় সৃষ্টি করেছেন।

১৪নং প্রশ্ন ঃ পশু-পক্ষী কার কবরে গিয়ে সন্তান কামনা করে?

উত্তর ঃ পশু-পক্ষী কারো কবরে গিয়ে সন্তান কামনা করে না। তাদেরকেও মহান আল্লাহই সন্তান দান করেন।

১৫নং প্রশ্ন ঃ কারো কবরের নিকট সন্তান কামনা করা কী?

উত্তর ঃ কারো কবরের নিকট সন্তান কামনা করা শির্ক।

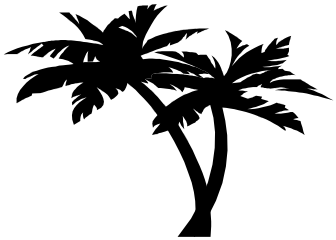

ফুলদানি---৪

ফিক্বহ (ব্যবহারশাস্ত্র)

১নং প্রশ্ন ঃ 'তাহারত' বা পবিত্রতা কাকে বলে?

উত্তর ঃ যাবতীয় অপবিত্রতা, ঋতু ও প্রসবোত্তর খুন থেকে পরিষ্কার হওয়াকে 'তাহারত' বা পবিত্রতা বলে।

২নং প্রশ্ন ঃ অপবিত্রতা বা নাপাকী কত প্রকার?

উত্তর ঃ অপবিত্রতা বা নাপাকী ২ প্রকার ঃ বড় অপবিত্রতা ও ছোট অপবিত্রতা।

৩নং প্রশ্ন ঃ বড় অপত্রিতা কাকে বলে?

উত্তর ঃ যার ফলে গোসল ফরয হয়, তাকে বড় অপবিত্রতা বলে। যেমন স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত ইত্যাদি।

৪নং প্রশ্ন ঃ ছোট অপবিত্রতা কাকে বলে?

উত্তর ঃ যার ফলে উযূ করতে হয়, তাকে ছোট অপবিত্রতা বলে। যেমন পেশাব-পায়খানা করা, বাতকর্ম করা, ঘুমিয়ে যাওয়া, উটের গোশ্ত খাওয়া ইত্যাদি।

৫নং প্রশ্ন ঃ পানি কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ পানি দুই প্রকার ঃ পবিত্র ও অপবিত্র।

৬নং প্রশ্ন ঃ পবিত্র পানি কাকে বলে?

উত্তর ঃ পবিত্র পানি সেই পানিকে বলে, যে পানি তার নিজ সেই মৌলিক অবস্থায় আছে, যার উপর মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন অথবা আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন। যেমন সমুদ্রের পানি, নদি বা ছিলের পানি, কল বা কুয়ার পানি ইত্যাদি।

৭নং প্রশ্ন ঃ পবিত্র পানির বিধান কী?

উত্তর ঃ পবিত্র পানি বড় ও ছোট সর্বপ্রকার অপবিত্রতা দূর করে।

৮নং প্রশ্ন ঃ অপবিত্র পানি কাকে বলে?

উত্তর ঃ অপবিত্র পানি সেই পানিকে বলে, যাতে অপবিত্রতা মিশ্রিত হওয়ার ফলে তার রঙ, গন্ধ বা স্বাদ বদলে গেছে।

৯নং প্রশ্ন ঃ পবিত্র পানিতে অপবিত্র কিছু পড়লে, তার বিধান কী?

উত্তর ঃ রঙ, গন্ধ বা স্বাদ পরিবর্তন না হলেও যদি পানি ২ কুল্লাহ (প্রায় ২৭০ লিটার, মতান্তরে ১৯১ থেকে ২০০ কেজি) এর চেয়ে কম হয়,

তাহলেও তা নাপাক। এর বেশী হলে সে পানি পাক। তাতে উযু-গোসল চলবে।

১০নং প্রশ্ন ঃ অপবিত্র পানির বিধান কী?

উত্তর ঃ পবিত্রতার জন্য সে পানি ব্যবহার করা বৈধ নয়। অনুরূপ নিরুপায় না হলে তা পান করাও যাবে না।

১১নং প্রশ্ন ঃ কুকুরের অপবিত্রতার বিধান কী?

উত্তর ঃ কুকুরের দেহটাই অপবিত্র। কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিয়ে ফেললে তা সাতবার ধুতে হবে। তার মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে মেজে ধুতে হবে।

১২নং প্রশ্ন ঃ যে জিনিসে আল্লাহর নাম লেখা আছে, তা নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ বৈধ কি?

উত্তর ঃ উপায়হীন না হলে যে জিনিসে আল্লাহর নাম লেখা আছে, তা নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ বৈধ নয়। যেহেতু আল্লাহর নামের প্রতি তা'যীম জরুরী।

১৩নং প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ জায়গায় প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ?

উত্তর ঃ রাস্তা, ছায়াদার অথবা ফলদার গাছের নিচে এবং ঘাটে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ।

১৪নং প্রশ্ন ঃ প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় কোন বিশেষ দিকে মুখ-পিঠ ক'রে বসতে হয় কি না?

উত্তর ঃ প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় আমাদের দেশে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে মুখ অথবা পিঠ ক'রে বসতে হয়। কারণ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ অথবা পিঠ ক'রে বসলে ক্বিবলার অসম্মান হয়।

ফুলদানি---৫
পবিত্র জীবনী

মহানবী ﷺ-এর শুভজন্ম ঃ

আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ আরবের মক্কা মুকার্রামায় জন্মগ্রহণ করেন। সময়টা ছিল সোমবার সকাল, রবীউল আওয়াল মাসের ৯ অথবা ১২ তারীখ, মোতাবেক ২২ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ। এ বছরটি 'হাতির বছর' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যেহেতু সে বছরে ইয়ামানের আবরাহা হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কার কা'বাগৃহ ধ্বংস করতে এসেছিল।

হস্তিবাহিনীর কাহিনী ঃ

হস্তিবাহিনীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই ছিল যে, হাবশার বাদশাহর তরফ থেকে ইয়ামান দেশে আবরাহা গভর্নর ছিল। সে 'সানআ'তে একটি খুব বড় গির্জা নির্মাণ করাল। আর চেষ্টা করল, যাতে লোকেরা কা'বাগৃহ ত্যাগ ক'রে ইবাদত ও হজ্জ-উমরাহর জন্য এখানে আসে। এ কাজ মক্কাবাসী তথা অন্যান্য আরব গোত্রের জন্য অপছন্দনীয় ছিল। অতএব বানী কিনানার একজন লোক আবরাহার নির্মাণকৃত উপাসনালয়ে পায়খানা ক'রে নোংরা ক'রে দিল। আবরাহার নিকট খবর পৌঁছল যে, গির্জাকে কেউ নোংরা ও অপবিত্র ক'রে দিয়েছে। যার প্রতিক্রিয়ায় সে কা'বা ঘরকে ধ্বংস করার দৃঢ়সংকল্প ক'রে নিল। সে বহু সংখ্যক সৈন্যসহ মক্কার উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিছু হাতীও তাদের সাথে ছিল। মক্কার নিকট পৌঁছে সৈন্যরা (মক্কার সর্দার) নবী ﷺ-এর দাদার উটগুলি দখল ক'রে নিল। এ ব্যাপারে আব্দুল মুত্তালিব আবরাহাকে বললেন, আমার উটসমূহকে ফিরিয়ে দিন; যা আপনার সৈন্যরা ধরে রেখেছে। (আবরাহা বলল, এখন আমরা তোমাদের কা'বা ধ্বংস করতে এসেছি, আর তুমি কেবল উট ছেড়ে দেওয়ার দাবী কর? তিনি বললেন, উটগুলি আমার। তাই আমি সেগুলির হিফাযত চাই।) বাকী থাকল কা'বা ঘরের ব্যাপার যাকে আপনি ধ্বংস করতে এসেছেন, তো সেটা হল আপনার ব্যাপার আল্লাহর সাথে। কা'বা হল আল্লাহর ঘর। তিনিই হলেন তার হিফাযতকারী। আপনি জানেন আর বায়তুল্লাহর মালিক আল্লাহ জানেন। অতঃপর যখন এই সৈন্যদল (মিনার কাছে) 'মুহাস্সার' উপত্যকার নিকট পৌঁছল, তখন আল্লাহ তাআলা একটি পাখীর দলকে প্রেরণ করলেন যাদের ঠোঁটে এবং পায়ে পোড়া মাটির কাঁকর ছিল, যা ছোলা অথবা মসুরীর দানা সমপরিমাণ

ছিল। পাখীরা উপর থেকে সেই কাঁকর বর্ষণ করতে লাগল। যে সৈন্যকে এই কাঁকর লাগল সে গলে গেল, তার শরীর হতে মাংস খসে পড়ল এবং পরিশেষে সে মারা গেল। 'সানআ' পৌঁছতে পৌঁছতে খোদ আবরাহারও একই পরিণাম হল। এইভাবে আল্লাহ তাআলা নিজ ঘরের হিফাযত করলেন। তিনি এ কথা কুরআন কারীমের 'ফীল' নামক সূরায় উল্লেখ করেছেন।

এ ঘটনা ঘটেছিল মহানবী ﷺ-এর জন্মের মাত্র ৫০ অথবা ৫৫ দিন পূর্বে মুহার্রম মাসে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মত এটাই।

শিশু মুহাম্মাদের যখন জন্ম হল, তখন সকল আত্মীয় বড় আনন্দিত হল। আবূ লাহাবকে যখন তার ক্রীতদাসী সুওয়াইবা তাঁর জন্মের খবর দিল, তখন সে এত খুশি হল যে, সেই খুশিতে ঐ দাসীকে মুক্ত ক'রে দিল। তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব তাঁর জন্মের সুসংবাদ শুনে বাড়ি ফিরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কা'বাগৃহে দুআ করলেন। তিনি তাঁর নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ'।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

ফুলদানি---৬
দুআ ও যিক্‌র

১। বিত্‌রের কুনূতের দুআ ঃ

اَللّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، (وَصَلَّى اللهُ عَلى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ).

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত ক'রে তাদের দলভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ। আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান ক'রে আমাকে তাদের দলভুক্ত কর, যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ, তাতে বর্কত দাও। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ, তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই ফায়সালা ক'রে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো, সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দ বাসো, সে সম্মানিত হয় না। তুমি বর্কতময় হে আমাদের প্রভু এবং তুমি সুমহান। তোমার আযাব থেকে তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। আর আমাদের নবীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, বাইহাক্বী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৭৩নং)

২। বিত্‌রের সালাম ফিরার পরে দুআ ঃ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ.

অর্থ ঃ আমি পবিত্র বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।

এই দুআটি তিনবার পড়তে হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় বারে উচ্চস্বরে পড়া কর্তব্য। (আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত ১২৭৪- ১২৭৫নং)

৩। ঈদের তকবীর ঃ

(اللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَالله أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَلله الْحَمْد.

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার অলিল্লাহিল হাম্‌দ।' (ইবনে আবী শাইবাহ ৫৬৫০, ৫৬৫২নং, ইরওয়াউল গালীল ৩/ ১২৫)

৪। তিলাঅতের সিজদার দুআ ঃ

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

অর্থ- আমার মুখমন্ডল তাঁর জন্য সিজদাবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন। (আবূ দাউদ, সহীহ তিরমিযী ৪৭৪নং, আহমাদ ৬/৩০)

আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, এই দুআ সিজদায় একাধিকবার পাঠ করতে হয়।

৫। কাপড় পরার দুআ ঃ

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ كَسَانِيْ هذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ.

অর্থঃ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে এই কাপড় পরিয়েছেন এবং আমার নিজস্ব কোন শক্তি ও চেষ্টা ছাড়াই তা আমাকে দান করেছেন।

এই দুআ কোন কাপড় পরিধান করার সময় পাঠ করলে পূর্বেকার (সাগীরাহ) গোনাহ মাফ হয়ে যায়। (তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৫/২৫৬)

৬। নতুন কাপড় পরার দুআ ঃ

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে এই (নতুন কাপড়) পরালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং এ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে, তার অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (আহমাদ ১১২৪৮, আবূ দাউদ ৪০২২, তিরমিযী ১৭৬৭নং)

৭। উপকার ও উপহারের বিনিময়ে দুআ ঃ

بَارَكَ اللهُ فِيكُم.

অর্থ ঃ আল্লাহ আপনার মাঝে বর্কত দিন। (আমালুল য়্যাউমি অল্লাইলাহ ৩০৩নং)

৮। গাধা ও কুকুরের ডাক শুনে দুআ ঃ

أَعُوْذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী, মুসলিম)

৯। মোরগের ডাক শুনে দুআ

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। (ঐ)

ফুলদানি---৭

ইসলামী আদব

❁ সালামের আদব

১। যখন কারো তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা হবে, তখন সে যেন তাকে আগে-আগে সালাম দেয়। কেননা এমন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বড় পছন্দনীয়।

২। পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া উচিত। কারণ মহানবী ﷺ বলেছেন, "চেনা-অচেনা সকলকেই সালাম দেওয়া ইসলামের একটি উত্তম কাজ।" *(বুখারী ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯নং)*

৩। কোন মুসলিম ভাই তোমাকে সালাম দিলে তার থেকে উত্তমরূপ অথবা তার অনুরূপ জওয়াব দাও। আর জেনে রেখো, সালাম দেওয়া সুন্নত, কিন্তু তার জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব। উত্তমরূপ জওয়াব দেওয়ার অর্থ হল, যদি সে 'আস্-সালামু আলাইকুম' বলে, তাহলে তার জওয়াবে 'অআলাইকুমুস সালামু অরাহমাতুল্লাহ' বল। আর যদি সে 'আস্-সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ' বলে, তাহলে তার জওয়াবে 'অআলাইকুমুস সালামু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ' বল।

৪। মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে মুচকি হাসি বিনিময় করা উচিত।

৫। একবার সালাম দেওয়ার পর পুনরায় কোন দেওয়াল বা গাছের আড়াল পার হয়ে সাক্ষাৎ হলে আবারও সালাম দেওয়া উচিত।

৬। সালামের জওয়াবে 'আহলান অসাহলান' বা 'ওয়েলকাম' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য সালামের সঠিক জওয়াব দেওয়ার পর অনুরূপ শব্দ বলায় দোষ নেই।

৭। দূর থেকে কারো মাধ্যমে কেউ সালাম পাঠালে তার উত্তরে বল, 'অআলাইকা অআলাইহিস সালামু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।'

৮। যে আগে সালাম দেবে, সে উভয়ের মধ্যে বেশি ভাল লোক। তবুও উট, ঘোড়া, সাইকেল বা গাড়ির উপর সওয়ার লোক পায়ে হেঁটে যাওয়া লোককে, পায়ে হেঁটে যাওয়া লোক বসে থাকা লোককে, অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে এবং বয়সে ছোট মানুষ অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষকে সালাম দেবে। *(বুখারী ৬২৩১-৬২৩২, মুসলিম ২১৬০নং)*

৯। ছোট বাচ্চাদেরকেও সালাম দেওয়া সুন্নত।

❁ ফরয গোসল করার পদ্ধতি ঃ

১। সর্বপ্রথম মনে মনে গোসলের নিয়ত করবে এবং সমস্ত অপবিত্রতা ধুয়ে ফেলবে।

২। অতঃপর 'বিসমিল্লাহ' বলবে।

৩। অতঃপর পূর্ণ উযু করবে।

৪। অতঃপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে।

৫। অতঃপর সারা দেহ ধৌত করবে। প্রথমে ডান দিক ও পরে বাম দিকে পানি ঢালবে।

❁ গোসলে কতিপয় ভুল আচরণ

১। গোসলের জন্য মুখে নিয়ত পড়া।

২। চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছাতে শৈথিল্য করা।

৩। সারা শরীরে পানি পৌঁছাতে গাফলতি করা।

৪। পানির ব্যবহারে অপচয় করা।

৫। গোসল করার সময় পর্দার খেয়াল না করা।

৬। পানি আবরক পেন্ট, নেলপালিশ ইত্যাদি দূর না করা।

৭। দেহের ভাঁজে ভাঁজে পানি পৌঁছানোর খেয়াল না করা।

❁ তায়াম্মুম

পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে উযূ-গোসলের বিকল্প স্বরূপ পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার নাম 'তায়াম্মুম'।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি ঃ

১। প্রথমে ওযু বা গোসল যার পরিবর্তে তায়াম্মুম করছে তার নিয়ত করবে।

২। অতঃপর মাটি অথবা মাটি লেগে থাকা দেওয়াল ইত্যাদিতে 'বিসমিল্লাহ' বলে দুই হাত মারবে। অতঃপর ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত ধুলো উড়িয়ে দেবে। অতঃপর তার দ্বারা মুখমন্ডল মাসাহ করবে। অতঃপর বাম হাত দিয়ে ডান হাত এবং পরে ডান হাত দিয়ে বাম হাত কব্জী পর্যন্ত মাসাহ করবে।

❁ রোগীর নামায

১। ফরয নামায রোগীর জন্যও দাঁড়িয়ে পড়া ওয়াজেব -- যদিও ঝুঁকে বা প্রয়োজন মনে করলে দেওয়াল কিংবা লাঠির উপর ভর ক'রে হয়।

২। যদি খাড়া হতে সক্ষম না হয়, তাহলে বসে নামায পড়বে। কিয়াম ও রুকুর অবস্থায় চারজানু হয়ে বসাই উত্তম।

৩। যদি বসেও নামায না পড়তে পারে, তাহলে পার্শ্বদেশে (করোট হয়ে) শয়ন ক'রে নামায পড়বে। ক্বিবলার দিকে সম্মুখ করবে। ডান পার্শ্বে শয়ন ক'রেই নামায পড়া উত্তম। যদি কেবলা মুখ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেদিকে তার সম্মুখ থাকে, সে দিকেই মুখ ক'রে নামায পড়বে। এতে তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পুনরায় পড়তে হবে না।

৪। যদি পার্শ্বদেশে শয়ন ক'রেও নামায পড়তে অক্ষম হয়, তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে নামায পড়বে এবং তার পা দু'টিকে ক্বিবলার দিকে রাখবে। অবশ্য ক্বিবলা মুখ করার জন্য মাথাটা একটু উঁচু ক'রে নেওয়া উত্তম। যদি পা দু'টিকে ক্বিবলার দিকে না ফিরাতে পারে, তাহলে যে অবস্থায় থাকে ঐ অবস্থাতেই নামায পড়বে এবং আর পুনরায় পড়তে হবে না।

৫। নামাযে রুকু সিজদা করা রোগীর জন্যও ওয়াজেব। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে ঐ সময় মাথা হিলিয়ে ইশারা করবে। রুকু অপেক্ষা সিজদার সময় মাথাকে অধিক নিচু করবে। যদি সিজদা ছাড়া রুকু করতে সক্ষম হয়, তাহলে রুকুর সময় রুকু করবে এবং সিজদার সময় ইশারা করবে। পক্ষান্তরে যদি রুকু ছাড়া সিজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সিজদার সময় সিজদা এবং রুকুর সময় ইশারা করবে।

৬। রুকু ও সিজদার সময় যদি মাথা হিলিয়ে ইশারা করতেও অক্ষম হয়, তাহলে দুই চক্ষু দ্বারা ইশারা করবে। রুকুর সময় অল্প খানিক চক্ষু নিমীলিত করবে এবং সিজদার সময় অধিক উত্তমরূপে চক্ষু মুদ্রিত করবে। কিন্তু আঙ্গুল দ্বারা ইশারা---যা কোন কোন রোগী ক'রে থাকে---তা শুদ্ধ নয়।

৭। যদি মাথা হিলিয়ে এবং চোখ দ্বারা ইশারা করতেও অক্ষম হয়, তাহলে মনে মনে নামায পড়বে। তকবীর বলবে, সূরা পাঠ করবে এবং অন্তরে রুকু, সিজদা, কিয়াম ও বৈঠকের নিয়ত (মনে মনে কল্পনা) করবে। আর প্রত্যেক মানুষের তাই (প্রাপ্য) হয়, যার সে নিয়ত ক'রে থাকে।

৮। প্রত্যেক নামায তার যথা সময়ে পড়া রোগীর জন্যও ওয়াজেব। যতটা করতে সক্ষম নামাযের ততটা ওয়াজেব (যথানিয়মে) পালন করবে। যদি যথাসময়ে প্রত্যেক নামায পড়তে কষ্ট হয়, তাহলে সে যোহর ও

আসরকে এবং মাগরিব ও এশাকে একই সময়ে জমা ক'রে পড়তে পারে। আসরকে যোহরের সাথে আগিয়ে এবং এশাকে মাগরিবের সাথে আগিয়ে জমা তাকদীম (অগ্রিম জমা) করবে। নতুবা যোহরকে আসরের সাথে পিছিয়ে এবং মাগরিবকে এশার সাথে পিছিয়ে জমা তা'খীর (পশ্চাৎ জমা) করবে। যেমন তার জন্য সুবিধা ও সহজ হবে, তেমনিভাবে নামায জমা ক'রে আদায় করবে। অবশ্য ফজরের নামাযকে অগ্র-পশ্চাতের কোন নামাযের সাথে জমা করা যাবে না।

❁ জুমআর নামায

জুমআর নামায যোহর থেকে উত্তম। এ নামায যোহর থেকে পৃথক একটি ফরয নামায। এটি যোহরের সংক্ষিপ্ত নামায নয়। সুতরাং জুমআর নামায চার রাকআত পড়া বৈধ নয় এবং যোহরের নিয়তে তা শুদ্ধও নয়। জমার কারণ পাওয়া গেলে আসরের সাথে তা জমা ক'রে পড়াও বৈধ নয়।

ফুলদানি---৮

ইসলামী সংস্কৃতি

১নং প্রশ্ন ঃ কোন্ নবীকে 'যাবীহুল্লাহ' উপাধি দেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ হযরত ইসমাঈল ﷺ-কে।

২নং প্রশ্ন ঃ কোন্ নবীকে তাঁর ভাইগণ কুয়াতে ফেলে দিয়েছিল?

উত্তর ঃ হযরত ইউসুফ ﷺ-কে।

৩নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ আল-কুরআনে একটি ফলের নামে কসম খেয়েছেন, তার প্রথম অক্ষর তা বা তে। কী ফল সেটা?

উত্তর ঃ তীন ফল। উর্দুতে 'আঞ্জির' এবং বাংলাতে একে 'ডুমুর' বলে।

৪নং প্রশ্ন ঃ কারূনকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে?

উত্তর ঃ তার মহল-সহ তাকে মাটিতে ধসিয়ে।

৫নং প্রশ্ন ঃ হাদীস শরীফে একটি জিনিসকে বহু পাপের মূল বলা হয়েছে। সেটি কী?

উত্তর ঃ সেটি মদ।

৬নং প্রশ্ন ঃ স্বাফা-মারওয়া পাহাড় কোথায় অবস্থিত?

উত্তর ঃ মক্কায় কা'বাগৃহের অনতি দূরে।

৭নং প্রশ্ন ঃ কোন্ সাহাবীকে শূলে দিয়ে শহীদ করা হয়েছে?

উত্তর ঃ খুবাইব বিন আদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে।

৮নং প্রশ্ন ঃ কোন্ নবী নিজের দুশমনের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত মূসা ﷺ।